রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

শামিমা সুলতানা*
মোহাম্মদ আলী**

সার-সংক্ষেপ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি খাতের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার ও কৃষিঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাকাব ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাকাব দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই ১৬টি জেলায় অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। রাকাব বর্তমানে ১১টি উপখাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্প (SECP), NORAD ও রাকাব এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। রাকাব ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ১১টি উপখাতের মাধ্যমে ৩,০৪,৯৯৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২৭১.০২ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে এবং এই অর্থবছর পর্যন্ত ঋণ আদায় হয় ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাব এর ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৭৩%। SECP তে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩,১০৩ জন উদ্যোক্তাকে ৫২.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঐ অর্থবছর পর্যন্ত ৩০.২০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যা বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৫৮%। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাব যে ঋণ প্রদান করে তা মোট বিতরণকৃত ঋণের মাত্র ২% (প্রায়)। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাব এর অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ৮২.৩৭ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিও এর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনে রাকাব এর অবদান অত্যন্ত কম। অন্যান্য ব্যাংক এবং এনজিওগুলোর তুলনায় রাকাব এর ঋণ আদায়ের হারও অনেক কম। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অধিকাংশ উপখাতগুলোর অবদান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর মধ্যে কোন কোন উপখাতের কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। রাকাব দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে, তা আদৌ উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, যে কাজের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে, সে কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথভাবে তদারকির অভাব আছে। আবার অনেক সময় সঠিক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হয় না, ফলে অর্থের অপচয় হয়। ফলশ্রুতিতে রাকাব এর গৃহীত এ কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রাকাবকে আরো কর্মতৎপর হতে হবে। ঋণ প্রদানের খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে রাকাবকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিটি সাফল্যের সাথে পরিচালনার জন্য রাকাব এর প্রতিটি ক্ষেত্রকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

* থিসিস গ্রুপের ছাত্রী, এম.এস.এস. (২০০৭), অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
** প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কার্যকরভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। দারিদ্র্যকে এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণ ও ফলাফল দুই-ই বলা যায়। এদেশে দারিদ্র্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাই আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকা ের মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্য বিমোচন। সরকারি, বেসরকারি সংগঠনগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি খাতের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার ও কৃষিঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য "দারিদ্র্য বিমোচন" কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাকাব প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এই কর্মসূচি শুরু করেছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বিশ্লেষণ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এ কর্মসূচির প্রভাব অনুসন্ধান করা।

রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচি

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। পাশাপাশি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী দরিদ্র ও বেকার জনগণের আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তি বা দল পর্যায়ে জামানতবিহীন ও এককালীন প্রদেয় অর্থ ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্রদান করছে। রাকাব প্রধানত দারিদ্র্য বিমোচনে ১১টি উপখাতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। রাকাব কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি (Swanirvar Credit Program)।
২. রাকাব আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচি (RSCP-RAKUB Selfhelp Credit Program)।
৩. জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিল (UNCDF-United Nations Capital Development Fund)।
৪. মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (WEDP-Women Entrerpreneurship Development Program)।
৫. শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (Food Grain Go-down Credit Program)।
৬. প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ কর্মসূচি (MSFSCIP-Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project)।
৭. গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও মহিলা কারুশিল্পীদের কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (PEGP-Pilot Employment Generation Program)।
৮. প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণদান কর্মসূচি (Credit Program for the Disabled Persons)।
৯. আধানিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি (Semi-intensive Goat-rearing Program)।
১০. দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি (Zero Poverty Loan Scheme)।
১১. ভেষজ নার্সারী/বাগান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য গৃহীত কর্মসূচি (Medicinal Plants Nursery)।

দারিদ্র্য বিমোচনের এই উপখাতগুলো ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে NORAD (Norwegin Aid Department) ও রাকাব এর আর্থিক সহযোগিতায় "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্প" (SECP) গৃহীত হয়েছে। নিম্নে সারণির মাধ্যমে রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণিতে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণ, আদায়, আদায়ের হার ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ১৬০.৪২ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ১২২.৭৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ১৮ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে ১৮,৫৯৭ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ঋণ আদায় হয় ১২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় বেশি সংখ্যাক ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২৯.২৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে প্রায় ৭৩% ঋণ আদায় হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ও আদায় উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,০৪,৯৯৪ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ২৭১.০২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী বছরগুলোতে তা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১ : দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর					
	ক্রমপুঞ্জিত ২০০২-০৩ পর্যন্ত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৭-০৮ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
লক্ষ্যমাত্রা	-	১৮.০০	২৫.০০	৩৪.০০	২৭.০০	১৮.৭৫	-
ঋণ বিতরণ	১৬০.৪২	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৬৮	২৭১.০২
ঋণ আদায়	১২২.৭৯	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৫.৪৭	১৯৯.৭৩
ঋণ আদায়ের হার (%)	৭৬.৫৪	৬৯.৩৯	৪৭.২৪	৭২.৭০	৮৮.১৯	৮৭.৫০	৭৩.৬৯
সুবিধাভোগীদের সংখ্যা	১৭৬০৭৮	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	১৫৮১৮	৩০৪৯৯৪

উৎস ঃ (১) রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

(২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮।

চিত্রের ভূমি অক্ষ বরাবর অর্থবছরসমূহ এবং লম্ব অক্ষ বরাবর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে রাকাবের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের রেখাচিত্র পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, ঋণ বিতরণ আদায় অপেক্ষা সবসময় বেশি। কোন অর্থবছরেই ১০০% ঋণ আদায় হয় নি। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের তুলনায় ঋণ আদায় অনেক কম হয়েছে। আবার ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি। রাকাব কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ১১টি উপখাতের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১.১ স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি

গ্রামীণ বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এটি একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি। বেসরকারি সংস্থা স্বনির্ভর বাংলাদেশের সহায়তায় এই ঋণ কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। ১৯৮৭ সাল হতে রাকাব-এ এই ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৯৮৭ সাল হতে রাজশাহী বিভাগের ৯টি (পাবনা, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নাটোর, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) জেলার ৭০টি শাখার মাধ্যমে ১১০টি ইউনিয়নে রাকাব-এর স্বনির্ভর ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন ও সমমনা পুরুষ অথবা মহিলা সদস্যদের নিয়ে দল গঠন করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যান বনায়ন, মৎস চাষ ও গবাদিপশু পালনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বাধিক ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। এই ঋণের সুদের হার ১০%। নিম্নে সারণির মাধ্যমে এই ঋণ কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি- ১.১ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৬ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে ৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়। অর্থাৎ এ বছরে প্রায় ৬৬% ঋণ আদায় হয়। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির

সারণি ১.১ : স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির সার্বিক চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	৫.০০	৯.০০	১১.০০	১০.০০	৭.২২
ঋণ বিতরণ	৫.৬৬	৮.৫৫	৮.৮৯	৮.৭৭	৮.৬০
ঋণ আদায়	৩.৭৫	৬.১৯	৭.০১	৬.৭৪	৬.৭৭
ঋণ আদায়ের হার (%)	৬৬.২৫	৭২.৪০	৭৮.৮৫	৭৬.৮৫	৭৮.৭২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৮৯৪৬	১৬২৭৪	১৪০০৯	১৩০১৮	১১৪৬৭

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

আওতায় আলোচ্য অর্থবছরে ৮৯৪৬ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি, ৭৮.৮৫%। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পূর্বের বছরের তুলনায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ কমেছে ১২ লক্ষ টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১১,৪৬৭ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৮.৬০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার ৭৮.৭২%। ১০০% ঋণ আদায় কোন বছরেই সম্ভব হয় নি। ঋণ আদায়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে যদি শাখা ব্যবস্থাপনার আরো আন্তরিক চেষ্টা থাকে।

১.২ রাকাব আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচি (RSCP) ঃ এটি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের একটি নিজস্ব ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। কুড়িগ্রাম জেলায় পরিচালিত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ

ঋণ কর্মসূচি (MSFSCIP) এর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৯৪ সালে কুড়িগ্রাম জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় অনুরূপ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য রাকাব আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচি (RSCP) গ্রহণ করা হয়। শুরুতে ঋণ কার্যক্রমটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বিবেচনায় কার্যক্রমটি প্রকল্প হিসাবে আখ্যায়িত করে কার্যক্রমের নাম রাখা হয়, "রাকাব আত্মনির্ভর ঋণ প্রকল্প"। পরবর্তীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঋণ কার্যক্রমটি পর্যায়ক্রমে রাকাব এর সকল শাখায় সম্প্রসারণ করেন এবং কার্যক্রমটিকে ব্যাংকের সাধারণ ঋণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে ঋণ কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাংকের স্বাভাবিক ঋণ কর্মসূচি হিসাবে কার্যক্রমটি চালু করায় কার্যক্রমটির নাম রাখা হয়, "রাকাব আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচি"।

বর্তমানে ১২৯টি শাখায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এটি দরিদ্র ও বেকার জনগণের আয়বর্ধক স্বকর্মসংস্থানের জন্য গ্রুপ পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি জামানতবিহীন ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে কোন প্রকার সহায়ক জামানত ছাড়া শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, গ্রামীণ পরিবহণসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। গ্রুপের প্রতি সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা এবং একটি গ্রুপকে সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণের সুদের হার ১২%।

কৃষি বিনিয়োগ ঋণের উপর সরল হারে সুদ আরোপিত হয় এবং অকৃষি বিনিয়োগ ঋণের ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আরোপিত হয়। নিম্নে রাকাব এর আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচি (RSCP) এর আওতায় ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি- ১.২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ঋণ আদায়, বিতরণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০০৩-০৪ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার অনেক বেশি ছিল, যা যথাক্রমে ১০৭% ও ১৫০%। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, ৩৩২১ জন। পরবর্তী বছরগুলোতে এর পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ৩৪৫ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সারণি ১.২ : রাকাব এর আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচির সার্বিক চিত্র, ২০০৩-২০০৮ (কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	৭.৩১	৭.০০	৬.০০	৫.০০	৪.১৭
ঋণ বিতরণ	৪.৩১	৬.১৫	১০.১০	১.৫৮	১.৬৩
ঋণ আদায়	৪.৬৩	৩.৯৯	৫.৫৪	২.৩৭	১.২৫
ঋণ আদায়ের হার (%)	১০৭.৪২	৬৪.৮৮	৫৪.৮৫	১৫০	৭৬.৬৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭৪৬	২৯৯৮	৩৩২১	২৫২	৩৪৫

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.৩ জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিল (UNCDF)

রাকাব ও বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন) এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই ঋণ কর্মসূচি ১৯৮৭ সাল হতে রাকাব এ চালু আছে। এই প্রকল্পের সর্বশেষ চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ১৯৯০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এরপর হতে এই কর্মসূচিটি ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী বিভাগের রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর এই ১২টি জেলার আওতায় রাকাব এর নির্দিষ্ট ২১০টি শাখার মাধ্যমে এই ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রামের প্রচলিত কারিগরি দক্ষতা সংরক্ষণ করা এবং গ্রামের পেশাগত কারিগরদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিসিক (বাংলাদশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন) এর সাথে যৌথভাবে রাকাব এই কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিসিক এর সহায়তায় বিভিন্ন কুটিরশিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ঋণের জন্য সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়। এই ঋণের সুদের হার ১২%। বিসিক এর মাঠকর্মীরা ব্যাংকের ঋণ আদায়ে সাহায্য করে থাকে। পেশাগত কামার, স্বর্ণকার, কুমার, কাঠমিস্ত্রি, তাঁতি এবং দর্জিদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়।

সারণি- ১.৩ হতে দেখা যাচ্ছে, UNCDF এর ঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে যেখানে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ১০৫১ জন, সেখানে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এর সংখ্যা মাত্র ৭৫ জন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাত্র ৮২ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। তবে এখানে ঋণ আদায়ের হার বেশি।

সারণি ১.৩ : UNCDF এর ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	১.০৬	০.৫৪	০	০	০
ঋণ বিতরণ	০.৯১	১.৪৪	১.৩৫	০.১২	০.১১
ঋণ আদায়	০.৭২	০.৭৯	২.১১	০.৪৭	০.১৭
ঋণ আদায়ের হার (%)	৭৯.১২	৫৪.৮৬	১৫৬.৩০	৩৯১.৬৭	১৫৪.৫৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১০৫১	১০৩৬	৩৬১	৭৫	৮২

১.৪ মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (WEDP)

বিসিক (BSCIC) ও রাকাব যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই ঋণ কর্মসূচিটি ১৯৮৯ সাল হতে এই ব্যাংকে চালু আছে। রাজশাহী বিভাগের রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট এই ৮টি জেলায় রাকাবের নির্দিষ্ট ২৩টি শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্প ও কারুশিল্প কার্যে নিয়োজিত কেবলমাত্র মহিলাদের এ ঋণ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় একজন

ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা সহায়ক জামানত ছাড়া এবং তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের সুদের হার ১২%।

সারণি- ১.৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪০০% ঋণ আদায় হয়েছে। এর অর্থ হলো বিগত বছরগুলোতেও যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে তা থেকে আদায় হয়েছে। এই অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। সারণির শেষ তিন অর্থবছরে ঋণ বিতরণের কোন লক্ষ্যমাত্রাই ধার্য করা হয় নি। ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয় নি। কিন্তু ১ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১৯৭৫ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাত্র ৬২ জন ঋণগ্রহীতার মধে ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সারণি ১.৪ : WEDP এর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	০.০৫	০.০৫	০	০	০
ঋণ বিতরণ	০.০২	০.০৭	০.৪০	০	০.১৮
ঋণ আদায়	০.০৮	০.১১	০.৩৩	০.০১	০.০৮
ঋণ আদায়ের হার (%)	৪০০	১৫৭.১৪	৮২.৫০	-	৪৪.৪৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৬	৪৬	১৯৭৫	০	৬২

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.৫ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প

সুইস সরকারের আর্থিক সহায়তায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ভূমিহীন বর্গাচাষি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তিতে Forward linkage হিসেবে সহায়তা দেবার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল হতে রাকাবে এ কর্মসূচি চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট প্রদানকৃত ঋণের শতকরা ২৫ ভাগ সুইস সরকার সুদবিহীন দান করেন, শতকরা ২৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং শতকরা ৫০ ভাগ রাকাব বহন করে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য গুদামে রেখে বাজারমূল্যের ৮০% ঋণ নিতে পারে এবং শস্যের বাজারমূল্য বাড়লে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে থাকে। এক বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। বর্তমানে নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও রাজশাহী জেলার ১৬টি শাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই ঋণের সুদের হার ১১%। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে রাকাব এর এই কর্মসূচিটির চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি- ১.৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে ৯৩% ঋণ আদায় হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ১৪৪৩ জন ঋণগ্রহীতাকে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭৭ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ প্রদান করা হয়।

সারণি ১.৫ : শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	০.৯৩	১.৩৬	১.০০	১.০০	১.০০
ঋণ বিতরণ	০.৬৭	০.৭৪	০.৯২	০.৯৮	১.৭৭
ঋণ আদায়	০.৫৩	০.৫৯	০.৮৬	০.৭১	২.৭৬
ঋণ আদায়ের হার (%)	৭৯.১০	৭৯.৭৩	৯৩.৪৮	৭২.৪৫	১৫৫.৯৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১২৬৪	১২৩৬	১৫৮২	১২৯২	১৪৪৩

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.৬ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ কর্মসূচি (MSFSCIP)

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাকাবের এটি আরেকটি কর্মসূচি। কুড়িগ্রাম জেলার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের ভূমিহীন হবার প্রবণতা রোধ ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইফাদ (IFAD: International Fund For Agricultural Development) এর আর্থিক ও জিটিজেড (GTZ: Agency for German Technical Cooperation) এর কারিগরি সহায়তায় MSFSCIP কার্যক্রম ১৯৯২ সালে শুরু হয়। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও আরডিআরএস (RDRS: Rangpur Dinajpur Rural Service) প্রকল্প বাস্তবায়নে রাকাবকে সহায়তা করে। প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯৭ সালে সমাপ্ত হলেও রাকাব নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসূচিটি চালু রেখেছে।

MSFSCIP এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে হলে দল গঠন করতে হয়। পুরুষ অথবা মহিলাদের পৃথকভাবে ১০ থেকে ২০ জনের দল গঠন করতে হয়। দলের সদস্যরা নিয়মিতভাবে তাদের সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখে। এই কর্মসূচির আওতায় সহায়ক জামানত ছাড়া গ্রুপ সদস্যদের ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, গ্রামীণ পরিবহণসহ আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। এই ঋণের সুদের হার ১২%।

সারণি- ১.৬ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি ৪.৭২ কোটি টাকা। এই বছরে ঋণ আদায়ের হার ছিল সবচেয়ে কম ২৩.১০%। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল বেশি ৯৯১ জন। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার বেশি ছিল ১১৭.৩৯%। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ৯১% ঋণ আদায় হয়েছে।

১.৭ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও মহিলা কারুশিল্পীদের কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (PEGP)

বিসিক ও রাকাব এর যৌথ উদ্যোগে ১৫ মার্চ ১৯৮৯ সাল হতে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের পর হতে এই কর্মসূচিটি ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ,

সারণি ১.৬ : MSFSCIP এর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	১.১০	৩.০০	৫.০০	২.০০	১.০০
ঋণ বিতরণ	২.০১	৪.৭২	১.৯২	০.৪৬	০.৩৩
ঋণ আদায়	১.৭৪	১.০৯	২.১৪	০.৫৪	০.৩০
ঋণ আদায়ের হার (%)	৮৬.৫৭	২৩.১০	১১১.৪৬	১১৭.৩৯	৯০.৯১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৯৩	৯৯১	৪৭৫	৪১	২০

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট ও নাটোর এই ৭টি জেলায় রাকাব এর নির্দিষ্ট ১৭টি শাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় শুধুমাত্র গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও মহিলা কারুশিল্পীদের সেলাইকাজ, বাঁশ-বেত, মাদুর-বিছানা, মোমবাতি, সাবান ও চুন তৈরির জন্য একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ নিতে কোন জামানতের প্রয়োজন হয় না। এই ঋণের সুদের হার ১২%।

সারণি- ১.৭ হতে দেখা যাচ্ছে যে, শেষ দুই অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় কোন ঋণ বিতরণ করা হয় নি। তবে বিগত বছরগুলোতে বিতরণকৃত ঋণ হতে ঋণ আদায় করা হয়।

সারণি ১.৭ : PEGP এর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	০.০৫	০.০৫	০	০	০
ঋণ বিতরণ	০.০৩	০.০১	০.১৬	০	০
ঋণ আদায়	০.০৩	০.০৩	০.১২	০.০২	০.০০৫
ঋণ আদায়ের হার (%)	১০০	৩০০	৭৫	-	-
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫২	৭	২৯৫	০	০

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.৮ প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণদান কর্মসূচি

প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মার্চ ২০০৩ হতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণদান নীতিমালা জারী করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাকাব

প্রতিবন্ধীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করছে। প্রতিবন্ধীদের আয় উৎসারী কর্মকা যেমন- হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ও দুগ্ধবতী গাভি পালন, পশু মোটাতাজাকরণ, সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদিসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। কোন জামানত ছাড়াই ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের মেয়াদ ১ হতে ২ বৎসর এবং ঋণের খাত, ধরণ ও আয়ের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ আদায় করা হয়। এই ঋণের সুদের হার ১০%।

সারণি- ১.৮ এ দেখা যাচ্ছে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই ঋণদান কর্মসূচি চালু হয়ে পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে একই পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঋণগ্রহীতাদের (৩৯৫ জন) মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৪৩ লক্ষ টাকা) ঋন বিতরণ করা হয়। এই খাতে ঋণ আদায়ের হার কম। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি (৯৩%) ঋণ আদায় হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের পর হতে ক্রমাগতভাবে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১.৮ : প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণদান কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ঋণ বিতরণ	০.৩৮	০.৪৩	০.৩৩	০.০৭	০.০৪৩
ঋণ আদায়	০.০১	০.০৭	০.০৬	০.০৫	০.০৪০
ঋণ আদায়ের হার (%)	২.৬৩	১৬.২৮	১৮.১৮	৭১.৪৩	৯৩.০২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৩৮	৩৯৫	২৫২	৬০	৪৪

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.৯ আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ঋণদান কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে স্বল্প সময়ে আয়বর্ধন ও পারিবারিক সমৃদ্ধি অর্জনে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার "ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় কর্মসূচি" গ্রহণ করে। প্রান্তিক, মাঝারি ও ক্ষুদ্রচাষি এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকার ঘোষিত দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০১-২০০২ অর্থবছরে রাকাব আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল খামার স্থাপনে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছাগল খামার স্থাপনের লক্ষ্যে ছাগল উৎপাদনে সক্ষম প্রতিটি ছাগী ক্রয়ের জন্য ১২০০ টাকা, ছাগল মোটাতাজাকরণে প্রতিটি বাচ্চা ছাগল ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা ও প্রজননের জন্য একটি পাঠা ক্রয় করতে ১৮০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়ক জামানত ছাড়াই প্রদান করা হয়। ১৫,০০০ টাকার অধিক হলে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে জামানত প্রদান করতে হয়। ঋণের মেয়াদ এক বৎসর হতে চার বৎসর। বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ছাগী পালন বা ছাগী খামার স্থাপনের জন্য ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর এবং ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর। এই ঋণের সুদের হার ১০%।

সারণি- ১.৯ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫৮৬৯ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩.৪৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৬১২১ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪.৮৭ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরগুলোতে ঋণগ্রহীতা ও ঋণ বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ঋণ আদায়ের হার আশানুরূপ নয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের হার ভালো ছিল। এই বছরে প্রায় ৯০% ঋণ আদায় হয়।

সারণি ১.৯ : ছাগল পালন ঋণকর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	২.৫০	৩.০০	৫.০০	৩.০০	২.৪৬
ঋণ বিতরণ	৩.৪৭	৪.৮৭	২.৫০	১.৮৭	১.৬৩
ঋণ আদায়	০.৯৬	১.৫২	১.৮৩	১.৫০	১.৪৬
ঋণ আদায়ের হার (%)	২৭.৬৭	৩১.২১	৭৩.২০	৮০.২১	৮৯.৫৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৮৬৯	৬১২১	২৭১২	১৫৯০	১৬২১

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.১০ দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

চরম দারিদ্র্যপীড়িত ২৩টি উপজেলায় রাকাব দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে "দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি" শিরোনামে একটি বিশেষ দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাজশাহী বিভাগের ৫টি দারিদ্র্যপীড়িত জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট এর ২৩টি উপজেলার ৬৫টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এই ঋণ কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচির অধীনে চার ধরণের ঋণ দেওয়া হয় (মৌসুমি কৃষিঋণ, কৃষি বিনোয়োগ ঋণ, অকৃষি বিনেয়োগ ঋণ, শ্রমঋণ)। এই ঋণ কর্মসূচির অন্যতম উপাদান হল 'শ্রমঋণ'। দারিদ্র্যের কারণে যে সকল কৃষি শ্রমিক স্বল্প দামে তাদের আগাম শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয় তাদেরকে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচির ঋণের সুদের হার ৬% যা এই ব্যাংকের চলমান সকল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে সময়মত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ৮ ভাগ।

সারণি- ১.১০ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১৮৪১৬ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এই বছরেই ঋণ আদায় হয় ৯ লক্ষ টাকা বা ২.৬৯%। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে ৪৯৯২ হয়। এবছরে ২.৩৯ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। পরবর্তী বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা আরো কমেছে। তবে ঋণ আদায়ের হার বেড়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৬৬৩ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এঅর্থবছরে ২.৪৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়।

সারণি ১.১০ : দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৪-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর			
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫
লক্ষ্যমাত্রা	০	৫.০০	৫.০০	১.৮০
ঋণ বিতরণ	৩.৩৪	২.৩৯	১.০০	২.৯৯
ঋণ আদায়	০.০৯	১.১২	০.৭৩	২.৪৭
ঋণ আদায়ের হার (%)	২.৬৯	৪৬.৮৬	৭৩.০০	৮২.৬১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৮৪১৬	৪৯৯২	২৯০	৬৬৩

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

১.১১ ভেষজ নার্সারী/বাগান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য গৃহীত কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত অগ্রাধিকার কর্মসূচির মধ্যে দেশব্যাপী ভেষজ নার্সারী স্থাপন অন্যতম। দেশের স্বল্পশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকারের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা প্রসারণে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছ-গাছড়া, অর্কিড নার্সারী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য রাকাব ঋণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। শতকরা ৮ ভাগ হার সুদে নার্সারী স্থাপনের জন্য বিঘা প্রতি ২০,০০০ টাকা এবং একর প্রতি ৫৪,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। নিম্নে সারণি- ১.১১ এর মাধ্যমে এই খাতের ঋণ বিতরণের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১.১১ : ভেষজ নার্সারী/বাগান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৬০
ঋণ বিতরণ	০.৫০	০.৪১	০.২৭	০.১৪	০.৪০
ঋণ আদায়	০.০২	০.০৬	০.১৩	০.০৮	০.১৭
ঋণ আদায়ের হার (%)	৪.০০	১৪.৬৩	৪৮.১৫	৫৭.১৪	৪২.৫০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১২	৩১৪	৫৯	১৬	৭১

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

সারণি- ১.১১ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৩১৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৪১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পায়। এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার অনেক

কম। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৭১ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

১.১২ অনাদায়ি ঋণ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রাকাব এর ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় ঋণের বড় অংশ অনাদায়ি রয়ে গেছে। যার জন্য রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারছে না। নিম্নে সারণির মাধ্যমে খাতওয়ারী অনাদায়ী ঋণের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি- ১.১২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি। ২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মোট অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। তবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

সারণি ১.১২ : দারিদ্র্য বিমোচন খাতসমূহে অনাদায়ি স্থিতির পরিমাণ, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	অর্থবছর			
		২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
১	স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি	১৫.০১	১৮.১৯	২০.৯৬	২৯.৫৬
২	RSCP	১৩.৪১	১৫.৩৫	২১.৮২	১৫.৩৪
৩	UNCDF	৮.৬৮	৯.৭২	৯.৫৭	৯.৪১
৪	WEDP	১.৬৯	১.১৭	৩.৯২	০.৯৯
৫	শস্যগুদাম ঋণ প্রকল্প	০.৫৩	০.৫২	০.৭২	১.৫৮
৬	MSFSCIP	১১.১০	১৪.৫৫	১২.৬৬	৯.৮২
৭	PEGP	০.৪৭	০.৩০	০.৩৫	০.২৮
৮	প্রতিবন্ধী ঋণ কর্মসূচি	০.৩৮	০.৭৪	১.০৫	০.৪৬
৯	ছাগল পালন ঋণ কর্মসূচি	৫.৯০	৮.৭৮	১১.৮৪	৭.৭৭
১০	দারিদ্র্যশূন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি	-	৩.২২	৪.৫২	৬.৫৬
১১	ভেষজ নার্সারী	০.৫১	০.৮২	০.৯২	০.৬০
	মোট	৫৭.৬৮	৭৩.৩৬	৮৮.৩৩	৮২.৩৭

উৎস ঃ রাকাব এর অফিস নথিপত্র।

২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে গ্রহণ করা হয়। তাই ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই খাতে অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ দেখানো হয় নি। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। তবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে অধিকাংশ খাতে অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ বিগত বছরগুলোর তুলনায় কমেছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ আরো কমাতে হবে। অর্থাৎ ঋণ আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

উপরের আলোচিত ১১টি উপখাতের মাধ্যমে রাকাব দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এই ১১টি উপখাত ছাড়াও রাকাব দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ধরে ২০০২ সাল হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্প (SECP) হাতে নেয়। নিম্নে SECP সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

২. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্প (SECP)

দেশের উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নরওয়ে সাহায্য বিভাগ (NORAD) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর আর্থিক সহযোগিতায় "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্প" গৃহীত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাকাব অন্তর্ভূক্ত বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার ৫০টি উপজেলা ও মঙ্গাপীড়িত কুড়িগ্রাম জেলার ১টি উপজেলাসহ ৫১টি উপজেলার সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে নতুন ক্ষুদ্র প্রকল্প বা ব্যাবসা স্থাপন ও চালু প্রকল্প বা ব্যাবসা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে ২৫,০০০ হতে ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের সুদের হার ১৫%।

সারণি- ২ হতে দেখা যাচ্ছে, এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও আদায়ের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ঋণ আদায়ের হার কম, সর্বোচ্চ ৬৩%। এটা আশানুরূপ নয়। এই প্রকল্পে বলা হয়েছে, প্রকল্পের ঋণ আদায়ের হার ১০০% এর কাছাকাছি থাকবে, যা কোন ক্রমেই ৯৬% এর নিচে আসবে না। কিন্তু সারণি হতে দেখা যাচ্ছে ঋণ আদায়ের হার অনেক কম। ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, রাকাব দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে, কিন্তু সেগুলো আদৌ উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, যে কাজের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে সে কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা; তা যথাযথভাবে তদারক করা হয় না। যার ফলশ্র"তিতে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না, অর্থাৎ রাকাব এর গৃহীত এ কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার অনেক কম। শাখা ব্যবস্থাপনা আরো আন্তরিক হলে ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি হ্রাস না করতে পারলেও এ কর্মসূচি হতে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিও এর সাথে তুলনা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর ন্যায় অন্যান্য ব্যাংক ও বেসরকারি সংস্থা (NGO) সমূহও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিও এর দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে রাকাব-এর দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তুলনা করা হলো।

৩.১ অন্যান্য তফশিলি ব্যাংকসমূহের সাথে তুলনা

নিম্নে সারণি- ৩.১ এর মাধ্যমে অন্যান্য তফশিলি ব্যাংক ও রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তুলনা করা হলো।

সারণি- ৩.১ এ ২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংকের সাথে রাকাবের তুলনা

করলে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ রাকাবের ২৬১.০২ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এর ১১৮৩.৫২ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক এর ১৯৭২.৬৮ কোটি টাকা এবং জনতা ব্যাংক এর ২৮২৫.০০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অন্য ৩টি ব্যাংকের তুলনায় রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ কম। সুবিধাভোগীর সংখ্যাও অন্য ব্যাংক ৩টির চেয়ে কম।

রাকাব এর কার্যক্রম ঢাকায় ১টি শাখাসহ রাজশাহী অঞ্চলভিত্তিক। কিন্তু জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রম সারাদেশ ব্যাপী এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর কার্যক্রম রাজশাহী অঞ্চল ব্যতীত সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত। যার জন্য রাকাব এর ঋণ বিতরণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা অন্যান্য ব্যাংকগুলোর তুলনায় কম।

৩.২ গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে তুলনা

বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোন প্রকার জামানত ব্যতীত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। নিম্নে সারণি- ৩.২ এর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ও রাকাব এর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি- ৩.২ হতে আমরা বলতে পারি যে, ঋণ বিতরণ, আদায় ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমাণ রাকাব এর তুলনায় গ্রামীণ ব্যাংকের বেশি। এর পিছনে প্রধান দুটি কারণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজই হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, পক্ষান্তরে রাকাব দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ছাড়াও আরো অনেক কর্মকাে লিপ্ত। এটা রাকাবের প্রধান কাজ নয়। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সারাদেশ ব্যাপী পরিচালিত, কিন্তু রাকাব এর কার্যক্রম রাজশাহী অঞ্চল ভিত্তিক।

সারণি ২ : ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র, ২০০৩-২০০৮

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
১	২	৩	৪	৫	৬
লক্ষ্যমাত্রা	১.৩৩	৪.০৬	৭.৯৫	১৪.৩৫	১৭.৭৪
ঋণ বিতরণ	১.৮৬	৬.৭৪	৯.১২	১৩.১৮	২১.৩১
ঋণ আদায়	০.৫৩	২.২১	৫.৬৩	৮.৩৪	১৩.৪৯
ঋণ আদায়ের হার (%)	২৮.৪৯	৩২.৭৯	৬১.৭৩	৬৩.২৭	৬৩.৩০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭৮৭	২২৪৬	২৫২২	২৮৪২	৪৭০৬

উৎস ঃ (১) SECP এর অফিস নথিপত্র।
(২) SECP এর অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি রিপোর্ট।

৩.৩ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সাথে তুলনা

১৯৯০ সালে সরকারের উদ্যোগে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি সরাসরি কাউকে ঋণ প্রদান করে না। তবে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা (এনজিও) এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন কাজে নিয়োজিত আছে। নিম্নে সারণি- ৩.৩ এর মাধ্যমে PKSF এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো।

সারণি- ৩.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত PKSF তার ২৫৪টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৪৯৩৩.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। PKSF ও রাকাব এর ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনে রাকাব এর তুলনায় PKSF এর অবদান বেশি। তবে PKSF এর ঋণ আদায়ের হার কম।

৩.৪ প্রধান প্রধান এনজিও এর সাথে তুলনা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিও গুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। CDF (Credit and Development Forum) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৬১১টি এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮)।

রাকাব ও প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে সারণি- ৩.৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি- ৩.৪ হতে আমরা দেখছি যে, ২০০৭ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাকাব দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ২৯৫৫৫৫ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২৬১.০২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং আদায়ের পরিমাণ ১৮৯.৮৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৭৩%। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্র্যাক এখানে সবচেয়ে বেশি ঋণ বিতরণ করেছে। এখানে ২৭০৭৩.৭৯ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। আশা ৬৬৭৪০৫৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২২৪৪৯.৮৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২০০০১.৭০ কোটি টাকা। প্রশিকা ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৩৮১৬ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ১ কোটি ৫ লক্ষ মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৬৫৮.৩০ কোটি টাকা ১২৫০৪৬৩ জন বিত্তহীন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। উপরের সারণি ও ব্যাখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে, রাকাব এর তুলনায় এনজিও গুলো দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে অধিক ঋণ বিতরণ করেছে।

রাকাব দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় যে ঋণ প্রদান করে, তার সুদের হার কম। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে এনজিও গুলোর সুদের হার অনেক বেশি। এনজিও সমূহের এই বেশি সুদেরহার এবং তাদের কার্যক্রমের যে প্রক্রিয়া তা দারিদ্র্য বিমোচন না করে বরং দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখছে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এনজিও গুলো খুবই কঠোর। যার জন্য তাদের ঋণ আদায়ের হার বেশি, কিন্তু রাকাব ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর তো নয়ই অনেক ক্ষেত্রে উদাসীনও। তাই আলোচ্য খাতে রাকাব এর ঋণ আদায়ের হার কম। তারপরও রাকাব একটি জনকল্যাণমূলক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই উপরোক্ত পার্থক্যগুলো থাকা সত্ত্বেও রাকাবকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যাবে না। রাকাবকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

সারণি ৩.১ : দারিদ্র্য বিমোচনে চারটি তফশিলি ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র

ব্যাংক	ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
১	২
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	
বিতরণ	২৬১.০২
আদায়	১৮৯.৮৪
আদায়ের হার (%)	৭২.৭৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৫৫৫৫
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	
বিতরণ	১১৮৩.৫২
আদায়	৯৯৪.২৪
আদায়ের হার (%)	৮৪.০০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৭৪১৭২১
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	
বিতরণ	১৯৭২.৬৮
আদায়	২০০৯.১৬
আদায়ের হার (%)	১০১.৮৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩২৯২২৭৯
জনতা ব্যাংক লিঃ	
বিতরণ	২৮২৫.০০
আদায়	২৩২৩.৯৬
আদায়ের হার (%)	৮২.২৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১২২৭৫২৪

উৎস ঃ বংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮।

ত্রুটিসমূহ

১. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে বেশকিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যার জন্য রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিটি সফল হচ্ছে না। নিম্নে ত্রুটিসমূহ তুলে ধরা হলো

২. ঋণ বিতরণের পরিমাণ ঃ রাকাব মোট বিতরণকৃত ঋণের মাত্র ২% (প্রায়) ঋণ দারিদ্র্য বিমোচন খাতে প্রদান করে। এত অল্প পরিমাণে ঋণ প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়।

৩. জনবল কম ঃ রাকাব এর জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার বিপরীতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে নি। ফলে মাঠকর্মী ও ঋণগ্রহীতার অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ ঃ ৬৫২। ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রহীতার বিপরীতে ব্যাংকের জনশক্তি ঘাটতির কারণে নিয়মিতভাবে তদারকি করা ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

৪. সরকারি নীতি ঃ রাকাব একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। সরকারি নীতি হচ্ছে ঋণ প্রদানে যেন কোন গড়িমসি করা না হয়। প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরকারি নির্দেশনার আলোকে একই

সারণি ৩.২ : রাকাব ও গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত জুন ২০০৭ পর্যন্ত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	ক্রমপুঞ্জিত জুন ২০০৩ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক						
বিতরণ	১৬০.৪২	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	২৫৩.৩৪
আদায়	১২২.৭৯	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৮৪.২৬
আদায়ের হার (%)	৭৬.৫৪	৬৯.৩৯	৪৭.২৪	৭২.৭০	৮৮.১৯	৭২.৭৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৭৬০৭৮	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	২৮৯১৭৬
গ্রামীণ ব্যাংক						
বিতরণ	১৮০২০.৯৩	২৩৩৫.৬২	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৩৩১১৪.৯১
আদায়	১৬৫৯৫.৫৮	১৯৮০.১৬	২৫৮১.৫৪	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	২৯৭২৯.৬২
আদায়ের হার (%)	৯২.১০	৮৪.৭৮	৮২.০০	৮২.১২	৯৫.৬৮	৮৯.৭৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৭৮৬৭৪৮	৩৬২৬৯৩৭	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭২০৮৪৫৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮।

ঋণগ্রহীতাকে তার পূর্বের ঋণ পুনঃতফশিলি করে পুনরায় ঋণ বিতরণের ফলে ঐসব ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ তার পরিশোধ ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় সরকার ঋণের সুদ মাফ করে দেয়, অনেক সময় সম্পূর্ণ ঋণই মাফ করে দেয়, ফলে ব্যাংক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সারণি ৩.৩ : PKSF এর ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত জুন ২০০৩ পর্যন্ত ২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	ডিসেম্বর ০৭ পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিতরণ	১৫০৬.৯৬	৩৪০.৫৬	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	৬৭৬.৫৪	৪৯৩৩.৩৭
আদায়	৫৫৯.১১	২৪৩.০০	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	৪২৬.৭২	২৬৪৭.৪৭
আদায়ের হার (%)	৩৭.১০	৭১.৩৫	৯৩.৪৮	৬৩.১৮	৪৭.৩০	৬৩.০৭	৫৩.৬৬
সহযোগী সংস্থা	২১৩	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৪	২৫৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৪৮৫৮৩২	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬২০৭৯৭১	৭৭২৩৪৫১	৭৯০৫৬৯১	৭৯০৫৬৯১

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮।

৫. আইন প্রয়োগ ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বৃহদাংকের স্বল্প সংখ্যক ঋণ বিতরণ করে ফলে খুব সহজেই আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু রাকাব এর ঋণগ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিপুল সংখ্যক ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বিবেচনা করে আইনের আশ্রয় নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সময়ে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

৬. সুদের হার ঃ রাকাব এর সুদের হার কম। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংক এ সুদের হার অনেক বেশি। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাব এর সুদের হার মাত্র ৬%-১২%। এই নিম্ন সুদের হারের জন্য ব্যাংক এই কর্মসূচিতে খুব একটা লাভবান হতে পারে না। অনেক গ্রাহকই ঋণের টাকা অনুৎপাদনশীলখাতে ব্যয় করে, এমনকি কিছু ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে সুদের ব্যাবসা পরিচালনা করে।

৭. যথাযথভাবে তদারকির অভাব ঃ প্রদত্ত ঋণ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা যথাযথভাবে তদারকি করা হয় না। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির খাতগুলোতে যেসব উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে তা সেইসব উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা তদারকির বিষয়। কিন্তু রাকাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এনজিও এর মত দক্ষভাবে বিষয়টি তদারকি করা হয় না। ফলে ঋণ আদায় কম হয়। ঋণ আদায়ের চাপ কম থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতারা যথাযথভাবে ঋণ

সারণি ৩.৪ : রাকাব ও প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির তুলনামূলক বিবরণী, ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)

(কোটি টাকায়)

রাকাব ও এনজিও	বিতরণ	আদায়	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
রাকাব	২৬১.০২	১৮৯.৮৪	২৯৫৫৫৫
ব্র্যাক	২৭০৭৩.৭৯	২৩৪৬২.১৮	৭৩৭০৮৪৭
আশা	২২৪৪৯.৮৬	২০০০১.৭০	৬৬৭৪০৫৮
প্রশিকা	৩৮১৬.০০	৩৩৪৪.০০	১০৫০০০০০
এসএসএস	১১২০.৫৬	৯৩৮.৩৮	৩২০৩৬৪
টিএমএসএস	২২৬৫.৪৯	১৯৮০.২১	৬৮০৩১২
শক্তি ফাউন্ডেশন	৯১১.৩৯	৭৯৭.৪৩	১৫৬১০৮
স্বনির্ভর বাংলাদেশ	৬৫৮.৩০	৫১৩.৬৫	১২৫০৪৬৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮।

পরিশোধ করে না। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাব এর অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ৮২.৩৭ কোটি টাকা।

৮. দুর্নীতি বা নৈতিক অবক্ষয় ঃ দুর্নীতির কারণে রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি থেকে প্রত্যাশিত সাফল্য পাওয়া যায় না। দুর্নীতির কারণে ঋণগ্রহীতারা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম ঋণ পায়। ঋণগ্রহীতাদের অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় যে কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয় তা যথাযথভাবে

সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। দুর্নীতির কারণে অধিকাংশ ঋণ সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌছায় না এবং সঠিক কাজে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় না। ঋণগ্রহীতাদের একটা বড় অংশ অদরিদ্র।

৯. ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা ঃ রাকাব যদিও গ্রামীণ মহাজনদের চেয়ে অনেক কম সুদের হারে দরিদ্রদের ঋণ প্রদান করে থাকে তবুও ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। তাই সহজে ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে চায় না। ফলে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যাংক ঋণ নিতে আসে না।

১০. প্রশাসনিক ব্যয় ঃ রাকাব এর প্রশাসনিক ব্যয় বেশি। প্রশাসনিক ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হতে লাভ কম হয় বা লোকসান হয়।

১১. শাখাসমূহের অবস্থানগত সমস্যা ঃ কিছু কিছু শাখার অবস্থানগত কারণে লাভ করা সম্ভব হয় না। নদী ভাঙ্গন এলাকায় যেখানে নতুন বিনিয়োগ ও আদায় উভয়ই সমস্যাসংকুল।

১২. শিক্ষা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এর প্রসার ঘটায় এমন কোন খাত রাখা হয় নি।

১৩. ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়া ঃ কিছু কিছু খাতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়। অনেক সময় ঋণের টাকা দিয়েই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হয়। ফলে উৎপাদনমূলক কাজে ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এভাবে ঋণ আদায় করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জবাবদিহিতা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় রাকাব এর ঋণ আদায় প্রক্রিয়া অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

১৪. দল গঠন ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে রাকাব যেসব খাতে ঋণ বিতরণ করে, তার মধ্যে বেশকিছু খাতে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ চাইলে ঋণ প্রদান করা হয় না। এজন্য ঋণ নিতে আগ্রহীদের দল গঠন করতে হয়। জটিল ব্যবস্থাপনার কারণে ঋণ পেতে অনেক সময় লেগে যায়।

১৫. ঋণের অপব্যবহার ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হলেও তা ব্যয় করা হয় অনুৎপাদনশীল খাতে। ফলে ঋণগ্রহীতারা আর ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। ঋণগ্রহীতারা আরো ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ তাদেরকে আরো দরিদ্র করে তোলে।

সুপারিশমালা

১. দারিদ্র্য বিমোচন খাতে রাকাবকে আরো বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদান করতে হবে। অর্থের পরিবর্তে মূলধনী দ্রব্যের আকারে ঋণ প্রদান করতে হবে। তাহলে ঋণের টাকার অপচয় কম হবে।

২. দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ বিতরণ, আদায় ইত্যাদি কর্মকা যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিবছর লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষ অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

৪. শ্রেণীকৃত ঋণ যাতে কোনভাবেই বৃদ্ধি না পায় সেজন্য নতুন করে শ্রেণীকরণ রোধ করার জন্য বছরের শুরুতেই শ্রেণীযোগ্য ঋণ নির্ধারণ করে তার ১০০% আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৫. ব্যাংক এর নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদকে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৬. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন আবশ্যক। দরিদ্রদের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিশেষ করে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তারা দক্ষতার সাথে আয় সৃষ্টিকারী কর্মকা পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এজন্য রাকাবকে ঋণগ্রহীতাদের জন্য নিয়মিত কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ব্যাংক এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে কর্মবিমুখ হতে কর্মশীল করতে হবে।

৭. ঋণের যাতে কাম্য ব্যবহার হয় সেজন্য শিক্ষিত যুবসমাজকে বেশি করে ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮. সরকারের নীতিমালা এমন হওয়া উচিত নয় যা ব্যাংক এর উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সরকারের নীতিমালা এমন হতে হবে যাতে জনগণও লাভবান হয় আবার ব্যাংকেরও উন্নতি হয়।

৯. যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন খাতে সুদের হার অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিও এর তুলনায় কম। সুদের হার যা আছে তাতেও লাভবান হওয়া যাবে যদি আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা যায় এবং যথাযথভাবে ঋণ আদায় করা হয়।

১১. যথাযথ স্থানে ঋণ প্রদান এবং যথাযথভাবে ঋণ আদায়ের জন্য সুষ্ঠু তদারকির প্রয়োজন। রাকাবকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঋণটি সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় এবং সঠিক কাজে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়।

১২. দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্থদের বির“দ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩. ঋণগ্রহীতারা যাতে কার্যকরভাবে ঋণের টাকা আয়সৃষ্টিকারী কাজে বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। ঋণ গ্রহণের ৬ মাস পর থেকে ঋণের কিস্তি আদায় করতে হবে এবং ১ মাস বা ৬ মাস পর পর ঋণের কিস্তি আদায় করতে হবে। এতে ঋণগ্রহীতারা সহজে কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে।

১৪. ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব জটিলতা আছে তা দূর করতে হবে। সহজে যাতে ঋণগ্রহীতারা ঋণ সুবিধা পায় তার সুব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে কোন দেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করতে না পারলে প্রদত্ত ঋণের সঠিক ব্যবহার সম্ভব নয়। ফলে ঋণই দরিদ্র মানুষের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি রাকাবকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এছাড়াও রাকাব এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের ব্যাপারে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপসংহার

সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত এবং প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশমালা ভবিষ্যতে রাকাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাফল্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। শুধুমাত্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোও যথাযথভাবে পরিচালনা করলে দারিদ্র্য অনেকটা হ্রাস পাবে। গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিওগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের ফলাফল অনেক ভালো। কিন্তু রাকাব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকারের কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। ফলে রাকাব এর অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ বেশি। যেহেতু রাকাব একটি জনকল্যাণমূলক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই মুনাফা অর্জনই রাকাব এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই এই ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংক বা এনজিও এর সাথে তুলনা করা যাবে না। এর কার্যক্রমকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

সুতরাং, সার্বিক অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করলে রাকাব এর ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. উদ্দিন, মোঃ মঈন (২০০৭), "দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম।" ১২-১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষষ্ঠদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত।

২. খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৬), "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস।" ১৫ জুলাই ২০০৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথভাবে আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে উপস্থাপিত।

৩. চৌধুরী, জামিল (সংকলিত ও সম্পাদিত) (১৯৯৪), বাংলা বানান অভিধান। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

৪. চৌধুরী, মোঃ মাহফুজ আরেফিন এবং খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৭), "দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা ঃ নীলফামারী সদর উপজেলার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বিশ্লেষণ।" ১২-১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষষ্ঠদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত।

৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭. দৈনিক প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮. বাংলা পিডিয়া (চতুর্থ খ) (২০০৩), বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৯. বাংলা পিডিয়া (নবম খ) (২০০৩), বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

১০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৭), অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়। ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৮), অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়। ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১২. বারকাত, আবুল (২০০৪), "বাংলাদেশে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস ঃ উদ্বেগের বিষয়।" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।

১৩. বারকাত, আবুল (২০০৬), "একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা ঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি।" ১৫ জুলাই ২০০৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথভাবে আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে উপস্থাপিত।

১৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৬-২০০৭, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৫. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৭-২০০৮, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৬. রহমান, আতীকুর ও শওকতুজ্জামান (১৯৯২), "সমাজ গবেষণা পদ্ধতি।" ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

১৭. রাকাব নিউজ লেটার, জানুয়ারী ২০০৮, সংখ্যা ৩১, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

১৮. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯ থেকে ২০০৬, রাজশাহী ঃ গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

১৯. Half Yearly Progress Report of RAKUB – Small Enterprise Credit Program (SECP), July 2007-December 2007.

২০. Haq, A.H.M.Z. (2002), "Management of Projects Financed by Rajshahi Krishi Unnayan Bank." Unpublished M.Phil Thesis, Department of Finance and Banking, University of Rajshahi.

২১. Kothari, C.R. (2005), Research Methodology: Methods & Techniques, 2nd ed., New Delhi: New Age International (P) Ltd.

২২. Mortuza, M. (1997), "Cost Effective Group Development to Bankability: Linking Banks with Self-help Group of Marginal and Small Farmers in Kurigram District." Dhaka, Bangladesh.

২৩. Rahman, M.M. (2003), "Micro Credit Management of Rajshahi Krishi Unnayan Bank." Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. XXVI.

২৪. Roy, P.C. (1997), "Rural Financing by Rajshahi Krishi Unnayan Bank: A Study of Selected Branches in Rajshahi District of Bangladesh." Unpublished Ph. D. Thesis, IBS, University of Rajshahi.

২৫. Roy, P.C. (2001), "Credit Utilization and Diversion: A Study of Borrowers of Rajshahi Krishi Unnayan Bank." Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. XXIV.

২৬. Roy, P.C. (2004), "A Study of Credit need and Credit Allocation to Farmers: Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank." Journal of the Institute of Bankers Bangladesh, Vol. 51, No. 1.

২৭. The Financial Express, 19 April, 2008, Dhaka, Bangladesh.

২৮. www.poverty.com

২৯. www.rakub.org.bd